128923 - সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকরে পার্থক্য

প্রশ্ন

ইসলামী ব্যাংকগুলো যহেতেু সুদী পদ্ধতিতে লনেদনে করে না, তাহলে ব্যাংকগুলো মুনাফা অর্জন করে কভিাবে, এগুলোর লাভ হয় কীভাবে? তারা সবোর বনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করে সটেি কি সুদ বলে গণ্য হবে? আর ইসলাম কোন ধরনরে লনেদনেকে সুদ হসিবেে গণ্য কর?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

বাণজ্যিকি ব্যাংকগুলো যে সুদী পদ্ধতরি উপর নর্িভর করে সটেি হচ্ছে হারাম সুদী ব্যবস্থা। এর ভত্তিি হলো সুদরে মাধ্যমে ঋণ প্রদান ও গ্রহণ। ব্যাংক একজন কাস্টমারকে সুদে বনিময়ে ঋণ দয়ে। যে কাস্টমার ব্যাংকে টাকা রাখে সে ব্যাংককে সুদরে বনিময়ে ঋণ প্রদান কর। সুদরে বনিময়ে ঋণ দয়ো হলো আলমেদরে সর্বসম্মতক্রিমে হারাম সুদ।

আর ইসলামী ব্যাংকগুলো জায়যে লনেদনেগুলোর উপর নর্িভর কর; যমেন ক্রয়-বক্রিয়, মুদারাবা ও অংশীদারত্বি ইত্যাদি শরয়িতসম্মত বনিয়িোগ পদ্ধত। এছাড়াও মানি ট্রান্সফার ফি, মানি এক্সচঞ্জে রটে ও মানি এক্সচঞ্জে থকেে তারা উপকৃত হয়।

সুদী লনেদনে ও বধৈ লনেদনেরে মাঝে পার্থক্য করা এবং এ ধরনরে লনেদনে করার ক্ষত্রেে ব্যাংক কীভাবে উপকৃত হয়, তার একটি সরল উদাহরণ হলো: কাস্টমার যদি তার অর্থ থকেে উপকৃত হতে চায়, অর্থ বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে সে সুদী ব্যাংকরে সঞ্চয়ী হসিাবে অর্থ জমা কর। ব্যাংক তাকে নর্িদষ্টি পরমিাণ সুদ দয়ে। সাথে মূলধনরে নশ্চিয়তাও প্রদান কর। এটি মূলত সুদী ঋণ। কাস্টমার কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ। আর ব্যাংকরে লাভ হলো সে তার কাছে জমাকৃত অর্থ অন্য একজন কাস্টমারকে সুদরে বনিময়ে প্রদান করে মুনাফা লাভ কর । অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ নয়ে ও ঋণ দয়ে। আর এ দুটোর মধ্যকার পার্থক্য থকেে সে মুনাফা অর্জন কর।

অন্যদকিে ইসলামী ব্যাংকরে অন্যতম বনিয়িোগ পদ্ধতি হলো সে কাস্টমাররে কাছ থকেে অর্থ নয়িে শরয়িত অনুমোদতি ব্যবসায়, বা নর্িমাণ প্রকল্পে বা অনুরূপ কছিুতে মুদারাবা প্রদ্ধততিে বনিয়িোগ কর। এতে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক

কাস্টমারকে লভ্যাংশ প্রদান করবে। আর একজন মুদারাবা ব্যবসার শ্রমদাতা হিসেবে ব্যাংকেরও লাভের অংশ থাকবে। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত লাভই ব্যাংকের লাভ। কখনো সুদী ব্যাংকের হারাম লাভের চেয়ে এটি বহুগুণে বেশি থাকে। কিন্তু মুদারাবায় ঝুঁকি থাকে। উপকারী প্রকল্প বাছাই করে ফলাফল আসা পর্যন্ত সেটি দেখাশোনা করার কাজে শ্রম দিতে হয়।

সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মাঝে এই পার্থক্য হলো হারাম সুদ ও বৈধ মুদারাবার মধ্যকার পার্থক্য, যে মুদারাবায় একজন কাস্টমার তার অর্থ হারিয়ে বসতে পারেন। এখানে মূলধনের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু যদি লাভ করে, তাহলে সে হালাল অর্থ লাভ করে।

মোদ্দাকথা হলো: ইসলামী ব্যাংকের সামনে লাভ করার বহু বৈধ পন্থা আছে। তাই এই ব্যাংকগুলোর বিকাশ ও প্রসার ঘটছে। এমনকি কিছু অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেমে প্রয়োগের চেষ্টা করছে। কারণ এতে লাভ হয়। আর সুদী পদ্ধতির অনিষ্ট থেকে বাঁচা যায়, যা ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ।

আরো উপকৃত হতে (113852) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

দুই:

সুদী লেনদেনের নানান রূপ রয়েছে। যথা:

- সুদী ঋণ প্রদান ও গ্রহণ।
- এক মুদ্রার সাথে অন্য মুদ্রা বিনিময়ের (মুদ্রার বদলে মুদ্রা বিক্রি) ক্ষেত্রে একটি বা উভয়টি প্রদানে বিলম্ব করা।
- অতিরিক্ত পরিমাণে কিংবা বিলম্ব করে স্বর্ণের সাথে স্বর্ণ বিনিময় করা।
- কিছু বিষয় যা মূলত সুদী ঋণ। যেমন: বিল ডিসকাউন্টিং, সঞ্চয়ী হিসাব, সুদ অথবা উপহার হিসেবে বিনিময় পাওয়া যায় এমন বিনিয়োগ সনদ, কিস্তিতে বিক্রির ক্ষেত্রে বিলম্বের জরিমানা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অর্থ উত্তোলন।

এই ওয়েবসাইট থেকে উক্ত বিষয়গুলো দেখে নিতে পারেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।